দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৫৩

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রাখছে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিতমত করার অবকাশ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের মানোন্নয়নের জন্য কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে যেখানে ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও প্রাথমিক পর্যায়েও যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে, সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ব্যাপারে কেন এই অবহেলা, বুঝতে পারলাম না। অথচ, মাদ্রাসায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে, তারাও বাংলাদেশের নাগরিক। শিক্ষার যাবতীয় সুযোগ পাওয়ার অধিকার তাদেরও রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল ত্রুটি— যেমন সঠিক পুস্তক নির্বাচনে ত্রুটি, প্রশ্ন নির্বাচনে ত্রুটি, শিশু মনোবিজ্ঞানে অজ্ঞতা, পাঠদানে অনুপযোগী কৌশল ইত্যাদি ত্রুটিগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার গতিশীলতাকে ব্যাহত করছে। এ সকল ত্রুটি দূর করতে হলে প্শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শিক্ষকতা একটা সম্মানজনক পেশা । এ ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মৌলিক হলেও পেশাগত কৌশল দ্বারা জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতাকে আরো স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল করে তোলা যায়— যা মাদ্রাসা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ছাড়াও দূর শিক্ষণ বা বাইডকর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানেও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন হয় দূর শিক্ষণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, অন্তত এ পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হবে। কিন্তু, সেখানেও গুড়ে বালি। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একচোখা নীতি কোন দেশের জন্যই মঙ্গলজনক নয়। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ , মাদ্রাসা শিক্ষককদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক।

—সালেহা খাতুন